“একদিন স্বপ্নের দিন, বেদনার বর্ণবিহীন - -

হিফজুর রহমান

মালাকরহীন কাননে ডালিয়া নিলাঞ্জনা - ১৮

আগের সংখ্যাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন

“একদিন স্বপ্নের দিন/ বেদনার বর্ণ বিহীন/এ জীবনে যেন আসে/ এমনই স্বপ্নের দিন.....।” নচিকেতার গাওয়া গান। আজ সকাল থেকেই বাজছে।

ক’টা দিন যেন স্বপ্নেরই ঘোরে কেটে গেল ওদের। দেবাশীষ আর ডালিয়া যেন পাগলপারা হয়ে গিয়েছিল। বন্ডাই সাগর সৈকতে গতকাল গোটা একটা দিন কাটিয়ে দিল ওরা। কখনো প্রায় উত্তাল সাগরে নেমে মাতামাতি, আবার কখনো সৈকতে হাজারো মানুষের মাঝে বসেও নিজেদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। সাগর থেকে উঠে মিষ্টি পানিতে শাওয়ার নেবারও ব্যবস্থা আছে কাছেই। তবে শাওয়ার রুমে একেবারেই দিগম্বর হয়ে সবার সামনেই শাওয়ার নিতে গিয়ে অনেক আধুনিক দেবাশীষের মনেও একটু কাঁটা বিঁধেছিল বৈকি। মেয়েদের আর পুরুষদের শাওয়ার রুম পৃথক। এখানে অস্ট্রেলীয়রা এশীয়দের মতোই কৃপণ। গতকাল ছিল রোববার। ডালিয়ার ছুটির দিন। ফলে সারাদিনের জন্যে ওদের হারিয়ে যেতে মানা ছিলনা কোন। বিকেলে উঠে আসে ওরা। বাস ধরে বন্ডাই রেল জংশন থেকে ট্রেন ধরে এসে নামে কিংসক্রসে। দেবাশীষের টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল প্রায়। তাই মার্কিন ডলারকে অস্ট্রেলীয় ডলারে রূপান্তরিত করা দরকার ছিল। রোববার সরকারী সব চ্যানেল বন্ধ। তবে, কিংসক্রসে দেবাশীষের পরিচিত একটা মানিচেঞ্জার আছে। আগেরবার এরকমই এক রোববারে টাকা ভাঙিয়েছিল সে। ওটাই সে চেনে এই সিডনীতে, সেজন্যেই ওখানে। কিংসক্রসে ওরা কেন যাচ্ছে শোনার পর ডালিয়া ওখানে যাবার ব্যাপারে একেবারেই বেঁকে বসে।

ও বলে, ‘কেন, তোমাকে টাকা ভাঙাতে হবে কেন? আমারতো টাকা আছে। তাছাড়া তোমার তেমন কোন খরচওতো নেই কেবল মদ গেলা ছাড়া। আর আমার টাকা কি তোমার নয়?’

‘ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে।’ ওকে বুঝ দেবার ভঙ্গিতে বলে দেবাশীষ, ‘আমাদের টাকাতে কোন পার্থক্য নেই। তবে আমার হাতেও ক’টা টাকা থাকুকনা। তাতে আমার সম্মানবোধওতো একটু থাকে, কি বলো!’

শেষপর্যন্ত একটু অভিমান নিয়ে হলেও ডালিয়া কিংসক্রসে আসতে বাধ্য হয়। রেলস্টেশন-এর ভূগর্ভ থেকে এসকেলেটর ধরে উঠে আসে ওরা ওপরে। রাস্তায় বেরিয়েই হাতের বাঁদিকে একটু গেলেই এক কোনে দোকানটা। ভোলেনি দেবাশীষ। চটজলদি দু’শ ডলার ভাঙিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসলো ওরা। রোববার বিকেলের শেষের কিংসক্রস যেন ক্লান্ত, ঘুমোচ্ছে। এরই মাঝে ন্যুড শো-এর কয়েকটা দালাল “ফাইভ ডলার মাইট, এক্সক্লুসিভ অ্যান্ড এক্সোটিক গার্লস” করে চেঁচাচ্ছে। কিন্তু, ওদের ক্রেতা নেই কোন। তবে, গতকাল সারাদিন এবং সারারাত ওদের ব্যস্ত সময় গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দোকানপাট প্রায়ই বন্ধ। এরই মধ্যে সাইনবোর্ডে ইন্ডিয়ান ফুড লেখা রেস্তোরাঁ দেখে ওরা এগোল ওদিকে। কোন খদ্দের নেই। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে বসে আছে কাউন্টার আগলে। স্বচ্ছ কাঁচের আগলে শেলফে রাখা মুখরোচক সব উপমহাদেশীয় খাবার।

ডালিয়াকে দেবাশীষ বলে, 'রাতে আর খাবার তৈরী করার ঝামেলা কোরনা। অল্প কিছু খাবার এখান থেকেই নিয়ে যাই।' ডালিয়া প্রথমে একটু আপত্তি করলেও পরে রাজি হয়ে যায়। সারাদিনের হুটোপাটিতে ওরা দুজনেই বেশ ক্লান্ত।

দেবাশীষ প্রথমে রেস্তোরাঁর ওদের সাথে ইংরেজীতেই কথা বলার চেষ্টা করে, ভারতীয় মনে করে। কিন্তু, ওদের দু'জনের মধ্যে মেয়েটি বলে উঠে, 'আমরা বাঙালী। বাংলাতেই কথা বলতে পারেন।'

দেবাশীষ খুশী হয়ে উঠে বাঙালী পেয়ে। এই ক'দিন ডালিয়া প্রানপণে চেষ্টা করেছে ওকে বাঙালীদের কাছ থেকে আগলে রাখতে। ওর পরিচিত কাউকে এমনকি ফোনও করতে দেয়নি। আর দেবাশীষের অভ্যেস হলো বিদেশে গেলে বাঙালী খুঁজে বের করা। ও তাড়াতাড়ি মাটন কড়াই আর নান রুটি প্যাক করে দেয়ার জন্যে বললো। ছেলেটা ব্যস্ত হয়ে পড়লো ওদের অর্ডার তৈরীর কাজে।

মেয়েটা ওদের জিজ্ঞেস করে বসলো, 'আপনারা সিডনীতেই থাকেন বুঝি?'

দেবাশীষ হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়তেই সে আবারো জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় থাকেন?'

এবার দেবাশীষ কোন উত্তর দেবার আগেই ডালিয়া চট করে বলে উঠলো, 'রেডফার্ণ।' বলেই সে দেবাশীষের হাতে একটা চাপ দিল।

দেবাশীষ একটু অবাকই হলো। ওর মনে প্রশ্ন জাগলো, ডালিয়া মিথ্যে কথা বললো কেন? ওর বাসাতো ম্যারিকভিলে! তবে ও আর কোন উচ্চবাচ্য করলোনা। ডালিয়াও সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে ওদের কথায় যতি টানার ইচ্ছেটা স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিল ওদের।

খাবারের প্যাকেটটা নিয়ে আবার কিংসক্রস স্টেশনের দিকে ফেরার সময় দেবাশীষ আর ওর কৌতুহল চেপে রাখতে পারলোনা। ও জিজ্ঞেস করে বসলো ডালিয়াকে, 'ওদের মিথ্যে কথা বললে কেন?'

'সত্য বললে কি লাভ হতো?' পাল্টা প্রশ্ন করেই আবার ডালিয়াই বললো, 'মেয়ে মানুষদের কৌতুহল অনেক বেশি। এরপর জিজ্ঞেস করতো বাসার ঠিকানা। তারপর জিজ্ঞেস করতো কি করি আমরা, কি আমাদের সম্পর্ক। শুধু শুধু গসিপ তৈরী করতে এদের কোন জুড়ি নেই। এই কারণেই আমি সিডনীতে বাঙালীদের এড়িয়ে চলি।' নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গীতে বলে গেল ডালিয়া।

এব্যাপারে দেবাশীষের যে খুব একটা দ্বিমত আছে তা নয়। তবুও বিদেশে অচেনা কোন একজন বাঙালীর সাথে দেখা হলে, তার সাথে কথা বলতে পারলে দেবাশীষ আনন্দিতই হয়। ডালিয়ার কথার উত্তরে আর কোন কথা বলেনি ও। নিচে নেমে ম্যারিকভিলের টিকিট কেটে কিছুক্ষনের মধ্যেই ট্রেনে চেপে বসে ওরা। সারাটা রাস্তা চোখ বুঁজে কাটিয়ে দেয় সিডেনহাম স্টেশন পর্যন্ত। তারপর ট্রেন বদলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ম্যারিকভিল। এখানে এলেই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে ডালিয়া। স্টেশন থেকে ওয়ারেন রোডে ওর বাসা ভেতরের পথ দিয়ে গেলে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। এই পথটুকু ও কখনো দেবাশীষের সাথে সাথে হাঁটেনা। একটু আগে আগে চলে যায়। প্রত্যেকবারই অজুহাত দেয়, 'তুমি ধীরে-সুস্থে আসো। আমি গিয়ে দরজার তালা খুলি..' এতে অভ্যস্তই হয়ে গেছে দেবাশীষ। ও বুঝে ফেলেছে, পাছে কোন পরিচিত কেউ ওদের দেখে না ফেলে সেজন্যেই এই সতর্কতা। এতে দেবাশীষের মনে করার কিছু নেই। এখানে ডালিয়া একা থাকে। প্রতিদিন দেবাশীষের মতো একজনকে ওর আপাতঃ একা বাসায় হঠাৎ করে প্রতিদিন ঢুকতে দেখলে কেউ না কেউ রটনায় উৎসাহী হয়ে উঠতেও পারে। কারণ, এই এলাকায় বাঙালীদেরই বাস অনেক।

বাসায় ঢুকতে ঢুকতে সন্ধ্যা উৎরে গেছে। দেবাশীষের একটু শীত শীত করছিল। সিডনীর উপকণ্ঠে এমনিতে বুশ ফায়ারের কারণে বেশ গরম ছিল। এরকম সময় ওর শীত লেগে ওঠাতে একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল দেবাশীষ। ডালিয়াকে কিছু না বলে সোজা বাথরুমে গিয়ে গরম পানিতে আবার গোসল

করে নেয় ও। বীচে কিছুটা লজ্জায়ই খুব ভালো করে শাওয়য়ার নিতে পারেনি। নীল শর্টস আর শাদা টিশার্ট পরে বের হয় ও। শরীরের শিরশিরে ভাবটা কমেনি মোটেও। আরো শীত করতে থাকে ওর। জ্বর আসবে নাকি? বিদেশ বিভুঁইয়ে অসুস্থ হয়ে পড়াটাকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পায় ও।

এরই মধ্যে গোসল সেরে নেয় ডালিয়াও। শাদা শালোয়ারের ওপর একটা ঢোলা লম্বা নীল টি-শার্ট পরেছে ও। বাথরুম থেকে বেরিয়ে চাদর গায়ে ওকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'কি ব্যাপার দেব, বেশি ক্লান্ত?'

'নাঃ তেমন একটা না।'

'তবে শুয়ে পড়লে যে?'

'একটু আরাম করছি আর কি।' সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় দেবাশীষ। ওর যে একটু জ্বর জ্বর ভাব করছে সেটা ডালিয়াকে জানাতে চায়না আপাততঃ।

'ঠিক আছে,' ডালিয়া বলে, 'তুমি একটু বিশ্রাম করো। আমি নামাজ সেরে আসছি।' বলে ভেতরের ঘরে চলে যায় ও।

ওই ঘরে দেবাশীষের যাওয়া পড়েনা মোটেও। তাছাড়া অপরিচিত এক মহিলার ঘরে যাওয়াটাকে রুচিকর বলেও মনে করেনা ও। এদিকে ডালিয়া প্রথমদিন থেকেই যে দেবাশীষের বিছানা ভাগ করে নিয়েছে তার আর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। ছোট বিছানাতেই ওরা কেমন করে যে শোয় সেটা নিজের কাছেই আশ্চর্যজনক মনে হয় দেবাশীষের।

নামাজ পড়ে এসেই ডালিয়া জিজ্ঞেস করে, 'খেয়ে নেবে একেবারে? আজ ঘুমিয়ে পড়বো তাড়াতাড়ি। কাল সক্কালেই হোটেলের কাজে যেতে হবে।' ডার্লিং হারবারের কাছে একটা জাপানীজ হোটেল কাজ করে ও। হোটেলটা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। ওখানে ডালিয়ার বেতন যতো, তার চাইতে টিপস বা উপরি অনেক বেশি, কথায় কথায় জেনেছে দেবাশীষ।

দেবাশীষ খাবার ব্যাপারে সম্মতি জানায় কেবল মাথা নেড়ে। ডালিয়া চলে যায় কিচেনে খাবার গরম করে আনতে। কিচেন খটমট শব্দ হচ্ছে। এছাড়া শুধু ওয়ারেন রোড নয় বরং পুরো ম্যারিকভিলই যেন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে ইতোমধ্যেই।

কিচেন থেকে মাইক্রোওয়েভে গরম হবার পর মাটন কড়াইয়ের সুবাতাস পেটের খিদেটাকে একটু চাগিয়ে দিল যেন। দুপুরে শুধু চিকেন ফ্রাই আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেয়েছিল ওরা। স্বাভাবিকভাবেই খিদে লেগে যাবার কথা। তাই ডালিয়া খাবার প্লেটগুলো নিয়ে আসতেই দেবাশীষ নিচে সতরঞ্চির ওপর প্রায় ঝাঁপ দিয়ে নামলো। ওরা দু'জন পাশাপাশি বসে খেলো বেশ মজা করে। মাটনটা রেঁধেছে ভালোই। খাবার পর মুখ-টুখ ধুয়ে আবার বিছানায় আছড়ে পড়লো দেবাশীষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডালিয়াও এসে শুয়ে পড়লো ওর পাশে। বিনা সংকোচে দেবাশীষের বাঁহাতটা টেনে ওর ওপর মাথা দিয়ে কাত হয়ে পড়লো ও। গত ক'দিন এভাবেই ঘুমোতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও।

কিন্তু, হাতটা টেনে মাথা রেখেই একটু চমকে উঠলো ডালিয়া। 'কি ব্যাপার দেব, গা-টা একটু গরম মনে হচ্ছে যেন?'

'আরে ও কিছুনা। বুশ ফায়ারের গরম বোধহয় আমার শরীরের ওপরও ভর করেছে মনে হয়।' হালকা ভাবে দেবাশীষ বলে, 'তাছাড়া তুমি পাশে এসে পড়েছো না?'

'যাঃ, সব সময় ফাজলামি,' কপট ধমক দিয়ে লজ্জা পাবার ভান করে ডালিয়া। তারপর দেবাশীষকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে, 'ও আমার দেব। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবোনা। তোমাকে ছাড়া আর কিছুই চাইনা আমি।'

দেবাশীষ হাত বাড়িয়ে ল্যাম্পটা নিভিয়ে দেয়।

আজ সকালে ডালিয়া হোটেলে যাবার সময় দেবাশীষ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। ওকে আর জাগায়নি ডালিয়া। যাবার সময় একটা চিরকুট রেখে গেছে খুচরো পয়সা রাখার বাক্সের নিচে চাপা দিয়ে। এটাই ওদের নিয়ম। ঘুম ভাঙার পর বিছানা ছাড়তে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল ও। মুখটা একেবারে বিস্বাদ ঠেকছে। শরীরেও প্রচন্ড ব্যাথা। গা-টাও বেশ গরম মনে হচ্ছে। জ্বর তাহলে এলোই।

কোনরকমে মুখহাত ধুয়ে কিচেনে গিয়ে মাইক্রোওয়েভের ভেতর রাখা নাশতাটা নিয়ে এলো ও। পরোটা আর দু'টো ডিম পোচ। একটা পরোটা খেল কায়ক্লেশে। উলওয়র্থ থেকে হাফকুকড পরোটা নিয়ে এসে রাখে ডালিয়া। নাশতার পর সিঙ্ক থেকে গরোম পানি নিয়ে কফি বানিয়ে খেল এক মগ। তারপরই ক্যাসেট প্লেয়ারটা চালিয়ে দিয়ে বেড স্প্রেডটা গায়ে দিয়ে আবার বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। অন্যান্য দিন দেবাশীষও বেরিয়ে পড়ে। ফিরে আসে ডালিয়া ফেরার পর। ও ফিরতে ফিরতে বিকেল প্রায় চারটা বেজে যায়। দুপুরে দেবাশীষ নিজের মতো করেই কোথাও খেয়ে নেয়। আজ আর দেবাশীষের কোথাও যাবার শক্তি নেই।

নচিকেতার গানটা আবার শুনলো ও, "একদিন স্বপ্নের দিন...."।

গতকালের আগের দিন অর্থ্যাৎ শনিবার ডালিয়া হোটেলের কাজ থেকে ফিরে দেবাশীষকে শুয়ে থাকতে দেখে বলে উঠেছিল, 'কি মশাই বেশ আরাম করা হচ্ছে। এখন উঠুন, আজ ব্লু মাউন্টেন যাবো।'

শুনেই তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে দেবাশীষ। বেড়ানোতে ওর কোন ক্লান্তি নেই। চটজলদি বেরিয়ে পড়লো ওরা। প্রথমে ট্রেন। তারপর খানিকটা ট্যাক্সি করে ব্লু মাউন্টেনের উপকূলে এসে পৌঁছুলো ওরা। চারদিকের পাহাড় আর ভরা জঙ্গল যেন নীলিমায় ছেয়ে গেছে। এজন্যেই নাম ব্লু মাউন্টেন। দেবাশীষ জানে ওটা চোখের মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কোথায় যেন পড়েছে, ওখানকার গাছের পাতা থেকে একধরণের তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসরিত হয়। আবহাওয়ায় মিশে সূর্যের তাপে ও আলোর সাথে ওটা মিশে গিয়ে একধরণের নীলাভা তৈরী করে। সেটাই ব্লু মাউন্টেনের নীলের মায়া।

সন্ধ্যা কাছিয়ে এলেও এখনো অনেক নারী-পুরুষ ও শিশুর ভিড় সেখানে। প্রথম চত্বরটায় পা দিয়েই ডালিয়া ছেলেমানুষের মতো আনন্দে উছলে পড়ে । চিৎকার করে ওঠে ও, 'দ্যাখো দ্যাখো দেব, কি সুন্দর চারদিকটা!' তারপর দেবাশীষের কাঁধে ঝোলানো ক্যানন ইওএস ৫০০ ক্যামেরাটা একরকম ছিনিয়ে নিয়েই এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকের দিকে ছুটে গেল। তাকে কি বলতেই লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে ওর হাত থেকে ক্যামেরাটা নিল। তারপর ডালিয়া দেবাশীষকে ডাকলো, 'দেব এসো, পাহাড়গুলোকে পিছনে রেখে আমরা একটা ছবি তুলি।'

দেবাশীষ এগিয়ে গেল ওর দিকে। লোকটা অভ্যস্ত ভঙ্গীতে লেন্স হুডটা খুলে ফেললো ক্যামেরার। বোঝা গেল এই ক্যামেরার সাথে পরিচয় আছে তার। পাহাড়টাকে পেছনে রেখে ওরা দাঁড়ালো ঘনিষ্ঠ হয়ে। ডালিয়ার ডান হাতটা দেবাশীষের কোমর পেঁচিয়ে ধরলো। মাথাটা হেলিয়ে দিল দেবাশীষের বুকের ওপর। বেশ ক'টা ছবি তুললেন ভদ্রলোক। ছবি তোলা শেষে দেবাশীষ তাকে ধন্যবাদ জানাতে লোকটা বলে উঠলো "মাই প্লেযার"। ওখানেকার আকর্ষনের মধ্যে পাহাড়ের ওপর থেকে একটা ট্রেন নিচে নেমে যায় প্রায় খাড়া। একটু ভয়ংকরই বটে। তবুও ডালিয়া তাতে চড়বেই। এরকম রাইডে

দেবাশীষের খুব একটা আগ্রহ নেই। কারণ একবার জাপানে রোলার কোস্টারে চড়ে ওর মনে হয়েছিল হৃদপিন্ডটাই বেরিয়ে আসবে মুখ দিয়ে। কিন্তু, এখানে ডালিয়ার জোরাজুরিতে উঠতেই হলো ট্রেনে। তবে ট্রেনটার অধোঃপতনের সময় ডালিয়াই ভয় পেছিল বেশি। দেবাশীষকে অ্যাতো জোরে আঁকড়ে ধরে ছিল যে ও ঘাড়টায় বেশ ব্যথাই পেয়েছিল। তারপর ওরা কেবল কারে করে একটু পর্বতরাজির কাছাকাছি হয়ে এলো।

বেশ মজাই করেছিল ওরা সেদিন। এই ক'দিনে ডালিয়া ওর স্বামীর কথা একবারো মুখে আনেনি। দেবাশীষও কিছু জিজ্ঞেস করারই সুযোগ পায়নি।

শরীরটা আজ ভালো ঠেকছেনা মোটেও। ওর সঙ্গে এবার অ্যাসপিরিন জাতীয় কোন ওষুধ নেই। বাইরে ডালিয়ার কোন বাক্স বা বাটিতেও ওরকম কোন ওষুধ দেখতে পেলোনা ও। শেষপর্যন্ত উঠে গেল ডালিয়ার ওয়ার্ডরোবটার দিকে। এই ক'দিনে দেবাশীষ একবারো ওটায় হাত দেয়নি। কারণ ওর কাপড় থাকে পাশের ঘরে ডালিয়ার বান্ধবীর বিছানায়। ডালিয়াই রাখে সেখানে, ডালিয়াই এনে দেয় ওর মর্জি মতো কাপড় পরার জন্যে। আজ দেবাশীষ ওয়ার্ডরোবটায় হাত দেয় অ্যাসপিরিন জাতীয় কোন ওষুধের সন্ধানে।

ওয়ার্ডরোবটার দরজা খুলেই সর্পাহতের মতো চমকে ওঠে দেবাশীষ। অবাক চোখে চেয়ে থাকে ডান দরজার ভেতর দিকের গায়ে। বেশ ক'টা ছবি ওখানে সাঁটানো অত্যন্ত যত্নের সাথে। (Pj‡e)

হিফজুর রহমান, ঢাকা, ২২/০৫/২০০৭